দৈনিক বাংলা

তারিখ ... ২/৭/৮২
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৪ ...

025

কিন্ডার গার্টেন ও নার্সারী স্কুল সম্পর্কে জনমত যাচাই

॥ সুনীল ব্যানার্জি ॥

দেশের কিন্ডার গার্টেন ও নার্সারী স্কুলগুলো থাকবে কি থাকবে না, যদি থাকে তাহলে এর মান কেমন হবে এবং এদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা করানো সম্ভব কিনা সরকার সে সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করছেন।

এই উদ্দেশ্যে সরকার এরই মধ্যে উচ্চ পর্যায়ের একটি কমিটি গঠন করেছেন। কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী কিন্ডার গার্টেন ও নার্সারী স্কুলের শিক্ষার মান এবং এ ধরনের প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে জনমত যাচাইয়ের জন্য প্রশ্নমালা তৈরি করা হয়েছে।

৫২টি প্রশ্নাবলীতে মূলত এ ধরনের ইংরেজী মাধ্যম স্কুল চলতে দেয়া উচিত হবে কিনা, সকল কিন্ডার গার্টেন স্কুলের বেতন হার এক হওয়া উচিত কিনা, হলে কত হবে, এসব স্কুলের পাঠ্য বইয়ের সংখ্যা ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের জন্য মাত্রাতিরিক্ত কিনা, বর্তমানে প্রচলিত জাতীয় প্রাথমিক পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী সময়োপযোগী কিনা, বোর্ড অনুমোদিত পাঠ্য বইগুলির মান সন্তোষজনক কিনা, বর্তমান শিক্ষার চাহিদা মেটাতে ঢাকা শহরের স্কুলগুলো সংখ্যায় অপ্রতুল কিনা, অপ্রতুল হলে কত সংখ্যক স্কুলের প্রয়োজন ইত্যাদি সম্পর্কে মতামত চাওয়া হয়েছে।

এছাড়া, প্রশ্নমালায় আরো রয়েছে: কিন্ডার গার্টেন স্কুলে জাতীয় কৃষ্টি ও চেতনার পরিপন্থী বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটাচ্ছে কিনা, বিদেশীদের জন্য চালু কোন ইংরেজী মাধ্যম স্কুলে স্বদেশী ছাত্রদের ভর্তি নিষিদ্ধ করা উচিত কিনা, শিক্ষার মানের অবনতির কারণে গৃহ শিক্ষকের প্রয়োজন বেড়ে চলেছে ও এসব স্কুলের পাঠ্যসূচী ব্যাপক ও কঠিন হওয়ায় গৃহ শিক্ষকের প্রয়োজন বেড়েছে কিনা ইত্যাদি।

(শেষ পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

জনমত যাচাই

(১ম পৃঃ পর)

নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে যে, সংশ্লিষ্ট কমিটির নির্দেশে ইতিমধ্যে এসব প্রশ্নাবলী তৈরি করে অভিভাবক, শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে বিলির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

প্রশ্নাবলীর উত্তর প্রাপ্তির পর বিষয়টি পর্যালোচনা করে কিন্ডার গার্টেন ও নার্সারী স্কুলগুলি সম্পর্কে সরকার সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

উল্লেখযোগ্য যে সরকারের নির্দেশে গত মে মাসে শিক্ষা ও তথ্য পরিসংখ্যান সংস্থার মাধ্যমে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ কিন্ডার গার্টেন ও নার্সারী স্কুলগুলোর জরিপ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। জরিপে দেখা গেছে যে এখানকার প্রায় ২ শ এ ধরনের স্কুলের অধিকাংশের শিক্ষা ব্যবস্থা ভিন্ন ভিন্ন ধরনের। অভিন্ন কোন পদ্ধতি এরা অনুসরণ করছে না। বেশির ভাগ স্কুলের সরকারী অনুমোদন নেই। প্রায় প্রতিটি স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে যে হারে বেতন নেয়া হয় সে তুলনায় পড়াশুনা হয় না। সর্বোপরি এসব স্কুলের বেশির ভাগ ক্ষেত্রে, যে পর্যায়ে শিক্ষা দেয়া হয় তা সংশ্লিষ্ট ছাত্রছাত্রীদের মেধায় চাপ সৃষ্টি করছে। জরিপ রিপোর্টের ভিত্তিতে সরকার স্কুলগুলো রাখা উচিত হবে কিনা, রাখা হলে কিভাবে থাকবে সে সম্পর্কে জনমত যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে এই প্রশ্নমালা তৈরি করেছেন।